দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন '০৯ জারির প্রক্রিয়া বন্ধ করুন

## বিদ্যমান আইনই যথোপযুক্ত : এপিইউবি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (বিমক) উদ্যোগে সরকার প্রচলিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ রহিত করে নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯ জারির প্রক্রিয়া বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এপিইউবি)'র শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। সেই সাথে বিদ্যমান আইনগুলো বলবৎ রাখাই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য যথোপযুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

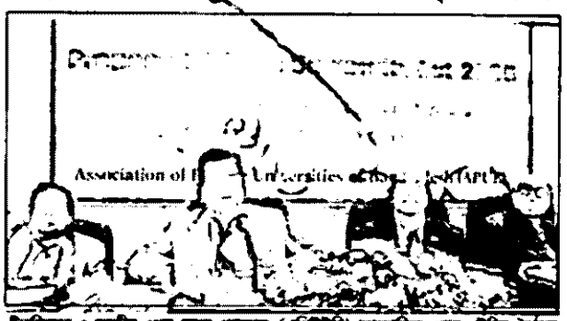

ইনকিলাব ঃ জাতীয় প্রেস ক্লাবে গতকাল (এপিইউবি) আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখেন সাবেক উপদেষ্টা সিএম শফি সামী

গতকাল (শনিবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে 'প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯' শীর্ষক এক সেমিনারে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। এপিইউবি'র চেয়ারম্যান সি এম শফি সামির সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম হায়দার, প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. রহিম-এ-তালুকদার, প্রফেসর তারেক শামসুর রহমান, প্রফেসর দুর্গা দাস ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সেমিনারে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রস্তাবিত আইন দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এই আইনে এমন কিছু ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মৌলিক কাঠামো বদলে এগুলোকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বেশি মাত্রায় সরকার, বিমক ও প্রস্তাবিত আইনটিতে বর্ণিত এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অধীনস্থ করে ফেলবে। এর ফলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল ধারণাই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

প্রচলিত আইন রহিত করে প্রস্তাবিত ২০০৯-এর নতুন আইনের মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা চলছে অভিযোগ করে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা ভাল করছে। তারা চাকরি পাচ্ছে, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারছে এবং সামাজিক পর্যায়েও অবদান রাখছে। বিদ্যমান আইনের মধ্যেই এ অর্জন সম্ভব হচ্ছে। নতুন আইনে মান বৃদ্ধির কোন সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেই। বরং আছে নিয়ন্ত্রণ ও নিবর্তনের বেড়াজালে বেঁধে ফেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বতীয়তা ও সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করার কূটকৌশল।

মূল প্রবন্ধে এপিইউবি'র সেক্রেটারি জেনারেল ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিদ্যমান আইন তাত্ত্বিক ও বাস্তব বিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই আইনগুলো তাদের স্বার্থকতা প্রমাণ করেছে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এগুলোর প্রায়োগিক দুর্বলতাকে আইনি দুর্বলতার সাথে গুলিয়ে ফেলা উচ্চ শিক্ষার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ১৯৯২-এর আইনের ২১ ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। কোন প্রকারের প্রায়োগিক দুর্বলতা দূর করার প্রয়োজন হলে সরকার বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা বলে তা করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য প্রফেসর তারেক শামসুর রহমান বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তরোত্তর ভাল করছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেখভাল করার জন্য আরেকটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। প্রফেসর রহমান আরো বলেন, অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বেশকিছু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। দূরশিক্ষণের নামে সার্টিফিকেট বিক্রি করছে কিছু প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্থায়ী কাঠামো দরকার। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম করেছে কি-না তা আমার জানা নেই। অনেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ শিক্ষক দিয়ে পড়ানো হচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্তদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের লভ্যাংশ বিদেশে পাচার করছে। প্রফেসর রহমান এপিইউবি নেতৃবৃন্দকে এসব প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।